কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 OCT 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আবারও অশান্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

- হতাশ ও ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা
- তদন্ত কমিশন দুই পক্ষকেই দায়ী করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

উপাচার্যের পদত্যাগ দাবির আন্দোলনে আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকদের আন্দোলনে চরম হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলন নিয়ে বিরক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবির মুখে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং ওই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নেওয়া ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

আবারও অশান্ত জাহাঙ্গীরনগর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদক্ষেপের অপেক্ষা না করেই শিক্ষকরা নতুন করে আন্দোলন শুরু করায় হতাশ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা। ফলে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়ার পরও গত দুই দিনে তা খুলে দেখা হয়নি। সংকট নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিশন তাদের রিপোর্টে সংকটের জন্য পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষকেই দায়ী করেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গতকাল বুধবার জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার তদন্ত কমিশন যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তা সিলগালা অবস্থায়ই রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতেই তিনি রিপোর্টটি খুলতে চান। কিন্তু মন্ত্রীর ব্যস্ততার কারণে তা হয়ে ওঠেনি।

এদিকে শিক্ষাসচিব গতকাল আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বলে জানা গেছে। তিনি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষা না করেই নতুন করে আন্দোলন শুরু করায় হতাশা ব্যক্ত করেন। আন্দোলন কর্মসূচি বন্ধ করে শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষক তারেক রেজা গত রাতে কালের কণ্ঠকে জানান, শিক্ষাসচিব তাঁদের ১০ দিনের জন্য আন্দোলন স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই ঈদ ও পূজার ছুটির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা এ মুহূর্তে আন্দোলন থেকে সরে যাবেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন ও আন্দোলনরত শিক্ষক—দুই পক্ষকেই দায়ী করা হয়েছে। ড. আনোয়ার হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চালাতে গিয়ে 'একগুঁয়েমি' আচরণ এবং সব পক্ষকে 'ম্যানেজ' করতে না পারার জন্য দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা শিক্ষকসুলভ আচরণ করেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কখনো উপাচার্যকে, কখনো শিক্ষার্থীদের জিম্মি করছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিশন গত মঙ্গলবার শিক্ষাসচিবের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে গত ২৪ আগস্ট রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. এম মহিবুর রহমান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বারকে নিয়ে এ দুই সদস্যের কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশন প্রথমে ১৫ দিন এবং তারপর আরো সাত দিন সময় নিয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষক ফোরামভুক্ত শিক্ষকরা নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

হতাশ আর ক্ষোভে ফুঁসছেন শিক্ষার্থীরা : আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, শিক্ষকদের আন্দোলনের ফলে চরম হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরা। নৃবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. তাকবীর তাসদিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা আমাদের শিক্ষাজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা না করে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।' বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের (৩৮তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী নজরুল আক্তার বলেন, শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এ ক্যাম্পাস ছাড়তে চাই। আমরা সেশনজটে পড়তে চাই না।' স্নাতক চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী শারমিন হাসান বলেন, শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। শিক্ষকরা আন্দোলনের অজুহাত দেখিয়ে আমাদের ক্লাস না নিলেও প্রাইভেট ভার্সিটিগুলোতে নিয়মিত ক্লাস নেন।'

এদিকে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিকে কেন্দ্র করে তাঁর বাসভবনের সামনে গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো মুখোমুখি অবস্থান পালন করছেন উপাচার্য ও আন্দোলনরত শিক্ষকরা। আর তৃতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ আছেন রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (টিচিং) আবু হাসান।

এদিকে চলমান সংকট নিরসনের দাবিতে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার' ও 'সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ শিক্ষক ফোরামের সদস্যসচিব অধ্যাপক কামরুল আহসান কালের কণ্ঠকে বলেন, উপাচার্য এখানে পাল্টা অবস্থান নিয়ে আমাদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমরা আশা করব উপাচার্য বাসায় প্রবেশ করবেন এবং সংকট সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।'

উপাচার্যের বক্তব্য : উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'একজন নির্বাচিত উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষকদের এ ধরনের অবস্থান অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত, নাগরিক অধিকার ও আইনের পরিপন্থী। একজন শিক্ষকও যদি আমার বাসার সামনে অবস্থান করেন, সে ক্ষেত্রে আমি বাসভবনে প্রবেশ করব না।' তিনি বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের এ ধরনের অযৌক্তিক ও অমানবিক আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট আরো বৃদ্ধি করবে, নিরসন করতে পারবে না।